Media Coverage

of

Knowledge sharing and sensitizing Meeting with ERF

Total 22 Media Coverage

Summary:

‘The current tobacco tax structure is extremely complex which is a major obstacle in the way of discouraging tobacco use. And for that, we have to simplify this tax structure. In that sense, it is possible to reduce tobacco use by increasing tobacco taxes in an effective way"- The speakers expressed their views in a exchange meeting with the members of the Executive Committee of the Economic Reporters Forum (ERF) organized by the Dhaka Ahsania Mission on 15 February on the issue of the tobacco tax.

The meeting was presided over by Shafiqul Alam, vice-president of Economic Reports Forum. Iqbal Masud, Director, Health and Wash Sector, Dhaka Ahsania Mission, Md. Mostafizur Rahman, Former Chairman, Bangladesh Chemical Industry Corporation (BCIC) and Lead Policy Adviser, Campaign for Tobacco-Free Kids Bangladesh and S M Rashidul Islam, General Secretary, Economic Reports Forum were the speakers in the meeting.

Abdullah Nadvi, Director (Research), Unnayan Shamannay, presented the keynote address at the webinar and Md. Shariful Islam, Project Coordinator, Tobacco Control Project, Dhaka Ahsania Mission conducted the meeting.

নীতির প্রশ্নে আপোসহীন
দৈনিক জনকণ্ঠ
প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ আতিকউল্লাহ খান মাসুদ
The Daily Janakantha
নগর সংস্করণ

তামাকে কর বাড়লে রাজস্ব বাড়বে ৯ হাজার কোটি টাকা

অর্থনৈতিক রিপোর্টার ॥ 'বর্তমান তামাক কর কাঠামো অত্যন্ত জটিল যা তামাকের ব্যবহার নিরুৎসাহিতকরণের পথে একটি বড় বাধা। আর এজন্য এই কর কাঠামোকে সহজ করতে হবে। এটা করে যথাযথ পদ্ধতিতে তামাক-কর বৃদ্ধি করলে তামাকের ব্যবহার কমাতে তা কার্যকরী ভূমিকা রাখবে'- ১৫ ফেব্রুয়ারি তামাক কর বৃদ্ধি বিষয়ে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের উদ্যোগে আয়োজিত ইকোনমিক রিপোর্টাস ফোরামের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যদের সঙ্গে ভার্চুয়াল এক মতবিনিময় সভায় এভাবে অভিমত দেন বক্তারা।

ইকোনমিক রিপোর্টাস ফোরামের সহ-সভাপতি শফিকুল আলমের সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য ও ওয়াশ সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদ, বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি কর্পোরেশনের (বিসিআইসি) সাবেক চেয়ারম্যান ও ক্যাম্পেন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডস বাংলাদেশের লিড পলিসি এডভাইজার মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান ও ইকোনমিক রিপোর্টাস ফোরামের সাধারণ সম্পাদক এসএম রাশেদুল ইসলাম। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের প্রকল্প সমন্বয়কারী মোঃ শরিফুল ইসলামের সঞ্চালনায় সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন উন্নয়ন সমন্বয়ের পরিচালক (গবেষণা) আবদুল্লাহ নাদভী।

মূল প্রবন্ধে বলা হয়, প্রধানমন্ত্রী ২০১৬ সালে যখন ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত দেশ গঠনের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছিলেন, তখন এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য 'বর্তমান শুল্ক কাঠামো সহজ' করা এবং এ অঞ্চলের সর্বোত্তম ব্যবস্থা থেকে শিক্ষা নিয়ে সরকারের শুল্ক আয় বৃদ্ধি করার নির্দেশনা দিয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে ফিলিপাইনের উদাহরণ টেনে বলা হয়, ফিলিপাইনে 'সিন ট্যাক্স রিফর্ম এ্যাক্ট ২০১২'-এর মাধ্যমে তামাকে কার্যকর করারোপের সুফল পাওয়া গেছে। সেখানে এক্সাইজ ট্যাক্স চার গুণের বেশি বাড়ানোয় খুচরা মূল্য এক ধাক্কায় অনেকটা বেড়ে যায় এবং এর ফলে ধূমপায়ীর হার ৬ বছরে ২৮-২৩ শতাংশের নিচে নেমে আসে। প্রাপ্ত রাজস্বও বৃদ্ধি পায়। ২০২২-২৩ অর্থবছরে শতকরা হিসেবে নিম্ন স্তরের সিগারেটের দাম সর্বোচ্চ পরিমাণে বাড়ানোর প্রস্তাব করা হয়। কারণ ২০২০-২১ অর্থবছরের হিসাব অনুসারে মোট যে সিগারেট বিক্রি হয় তার সবচেয়ে বড় অংশ (৭৫ শতাংশ) হলো নিম্ন স্তরের সিগারেট।

https://www.dailyjanakantha.com/details/article/632102/%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A6%AC%E0%A7%87-%E0%A7%AF-%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A7%8B%E0%A6%9F%E0%A6%BF-%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE/

উন্নয়নের মূলধারায়
আলোকিত বাংলাদেশ
বুধবার ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২২ | রেজিস্ট্রি নং-ডিএ ৬১৯৮ | বর্ষ ১২ সংখ্যা ১৫২ | ৩ ফাল্গুন ১৪২৮ | ১৪ রজব ১৪৪৩

তামাকে কর বাড়ালে ৯ হাজার কোটি টাকা বেশি রাজস্ব হবে

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের অনুষ্ঠানে বক্তারা

● অর্থনৈতিক প্রতিবেদক

তামাকের বিদ্যমান কর কাঠামোকে জটিল বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা। তারা জানান, এ জটিল কর কাঠামো তামাকের ব্যবহার নিরুৎসাহিতকরণের পথে একটি বড় বাধা। এজন্য এ কর কাঠামোকে সহজ করতে হবে। সেটি করা গেলে তামাকের ব্যবহার কমাতে তা কার্যকর ভূমিকা রাখবে। পাশাপাশি তামাকজাত পণ্য থেকে সরকারের ৯ হাজার ২০০ কোটি টাকা বাড়তি রাজস্ব আয় করতে পারবে। গতকাল মঙ্গলবার তামাক কর বৃদ্ধি বিষয়ে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের উদ্যোগে আয়োজিত ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরামের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যদের সঙ্গে ভার্চুয়াল এক মতবিনিময় সভায় বক্তারা এসব কথা বলেন। ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরামের সহ-সভাপতি শফিকুল আলমের সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভায় বক্তব্য দেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য ও ওয়াশ সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদ, বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি করপোরেশনের (বিসিআইসি) সাবেক চেয়ারম্যান ও ক্যাম্পেইন ফর টোবাকো ফ্রি কিডস বাংলাদেশের লিড পলিসি অ্যাডভাইজার মো. মোস্তাফিজুর রহমান ও ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরামের সাধারণ সম্পাদক এসএম রাশেদুল ইসলাম। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের প্রকল্প সমন্বয়কারী মো. শরিফুল ইসলামের সঞ্চালনায় সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন উন্নয়ন সমন্বয়ের পরিচালক (গবেষণা) আবদুল্লাহ নাদভী। মূল প্রবন্ধে বলা হয়, প্রধানমন্ত্রী ২০১৬ সালে যখন ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত দেশ গঠনের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছিলেন, তখন এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য 'বর্তমান শুল্ক কাঠামো সহজ' করা এবং এ অঞ্চলের সর্বোত্তম ব্যবস্থা থেকে শিক্ষা নিয়ে সরকারের শুল্ক আয় বাড়ানোর নির্দেশনা দিয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে ফিলিপাইনের উদাহরণ টেনে বলা হয়, ফিলিপাইনে 'সিন ট্যাক্স রিফর্ম অ্যাক্ট-২০১২' এর মাধ্যমে তামাকে কার্যকর করারোপের সুফল পাওয়া গেছে। সেখানে এক্সাইজ ট্যাক্স চার গুণের বেশি বাড়ানোয় খুচরা মূল্য এক ধাক্কায় অনেকটা বেড়ে যায়। এর ফলে ধূমপায়ীর হার ৬ বছরে ২৮ শতাংশ থেকে ২৩ শতাংশের নিচে নেমে আসে। রাজস্বও বেড়ে যায়। ২০২২-২৩ অর্থবছরে শতকরা হিসাবে নিম্ন স্তরের সিগারেটের দাম সর্বোচ্চ পরিমাণে বাড়ানোর প্রস্তাব করা হয়। কারণ ২০২০-২১ অর্থবছরের হিসাব অনুযায়ী, মোট যে সিগারেট বিক্রি হয়, তার সবচেয়ে বড় অংশ (৭৫ শতাংশ) হলো নিম্ন স্তরের সিগারেট। প্রস্তাবনাগুলো বাস্তবায়নের সম্ভাব্য ফলাফল হিসেবে বলা হয়, সরকার যদি তামাক কর বাড়ায়, তাহলে সিগারেট ব্যবহারকারীর অনুপাত ১৫ দশমিক ১ শতাংশ থেকে ১৪ দশমিক শূন্য ৩ শতাংশে নেমে আসবে। ১৩ লাখ প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিক সিগারেট ব্যবহার ছেড়ে দেবেন, ৯ লাখ তরুণ সিগারেট ব্যবহার শুরু করা থেকে বিরত থাকবেন। এছাড়া ৮ লাখ ৯০ হাজার অকাল মৃত্যু রোধ করা যাবে। আর ৯ হাজার ২০০ কোটি টাকা বাড়তি রাজস্ব আদায় হবে সিগারেট বিক্রি থেকে। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য ও ওয়াশ সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদ বলেন, অসংক্রামক ব্যাধির প্রাদুর্ভাব বিশ্বের যেসব দেশে বেশি, তাদের মধ্যে বাংলাদেশ রয়েছে। ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরামের সাধারণ সম্পাদক এসএম রাশেদুল ইসলাম বলেন, গণমাধ্যম সবসময় জনস্বাস্থ্যের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ বিষয়কে ফোকাস করে। তামাকবিরোধী কার্যক্রমে গণমাধ্যম তাই অংশীদার হিসেবেই পাশে থাকবে। বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি করপোরেশনের (বিসিআইসি) সাবেক চেয়ারম্যান ও ক্যাম্পেইন ফর টোবাকো ফ্রি কিডস বাংলাদেশের লিড পলিসি অ্যাডভাইজার মো. মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, বাংলাদেশে তামাকের কর কাঠামো জটিল। তামাক পণ্যের ধরন, বৈশিষ্ট্য, দামের স্তর অনুযায়ী শুল্ক হারের ভিন্নতা রয়েছে। ফলে তামাক পণ্য সহজলভ্য থেকে যাচ্ছে, তামাক ব্যবহারের হারও প্রায় অপরিবর্তিত থাকছে।

https://www.alokitobangladesh.com/print-edition/ortho-banijjo-o-corporet/105492/%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A7%AF-%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A7%8B%E0%A6%9F%E0%A6%BF-%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE-%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A6%BF-%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC-%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A7%87

The Daily Shomoyer Alo

সময়ের আলো

বুধবার ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২২ ■ ১৪ রজব ১৪৪৩ ■ ৩ ফাল্গুন ১৪২৮ ■ রেজি. নং ডিএ ৬৪৭০ ■ বর্ষ ১৭ সংখ্যা ১৬

তামাকপণ্যে কর বৃদ্ধিতে বাড়তি রাজস্ব আসবে ৯ হাজার ২০০ কোটি টাকা

ইআরএফ ও ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সভায় বক্তাদের অভিমত

নিজস্ব প্রতিবেদক

তামাক ও তামাকপণ্যে কর বৃদ্ধি করলে বাড়তি আরও ৯ হাজার ২০০ কোটি টাকা রাজস্ব আদায় সম্ভব বলে মত দিয়েছেন বক্তারা। এ ছাড়া তামাকজাত পণ্য নিয়ন্ত্রণে মূল্যবৃদ্ধি ও সুনির্দিষ্ট করারোপ এবং তামাক কর বৃদ্ধিতে ধূমপায়ী কমবে ও বাড়তি রাজস্ব আদায় হবে বলেও মত দেন তারা। গতকাল মঙ্গলবার তামাক কর বৃদ্ধির বিষয়ে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের উদ্যোগে আয়োজিত ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরামের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যদের সঙ্গে ভার্চুয়াল এক মতবিনিময় সভায় বক্তারা এসব কথা বলেন।

বক্তারা আরও বলেন, 'বর্তমান তামাক কর কাঠামো অত্যন্ত জটিল, যা তামাকের ব্যবহার নিরুৎসাহিতকরণের পথে একটি বড় বাধা। আর এজন্য এই কর কাঠামোকে সহজ করতে হবে। এটা করে যথাযথ পদ্ধতিতে তামাক কর বৃদ্ধি করলে তামাকের ব্যবহার কমাতে তা কার্যকর ভূমিকা রাখবে।

ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরামের সহসভাপতি শফিকুল আলমের সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখেন- ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য ও ওয়াশ সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদ, বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি করপোরেশনের (বিসিআইসি) সাবেক চেয়ারম্যান ও ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডস বাংলাদেশের লিড পলিসি অ্যাডভাইজর মো. মোস্তাফিজুর রহমান ও ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরামের সাধারণ সম্পাদক এসএম রাশেদুল ইসলাম। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের প্রকল্প সমন্বয়কারী মো. শরিফুল ইসলামের সঞ্চালনায় সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন উন্নয়ন সমন্বয়ের পরিচালক (গবেষণা) আবদুল্লাহ নাদভী।

মূল প্রবন্ধে বলা হয়, প্রধানমন্ত্রী ২০১৬ সালে যখন ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত দেশ গঠনের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছিলেন, তখন এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য 'বর্তমান শুল্ক কাঠামো সহজ' করা এবং এ অঞ্চলের সর্বোত্তম ব্যবস্থা থেকে শিক্ষা নিয়ে সরকারের শুল্ক আয় বৃদ্ধি করার নির্দেশনা দিয়েছিলেন।

২০২২-২৩ অর্থবছরে শতকরা হিসাবে নিম্নস্তরের সিগারেটের দাম সর্বোচ্চ পরিমাণে বাড়ানোর প্রস্তাব করা হয়। কারণ ২০২০-২১ অর্থবছরের হিসাব অনুসারে মোট যে সিগারেট বিক্রি হয় তার সবচেয়ে বড় অংশ (৭৫ শতাংশ) হলো নিম্নস্তরের সিগারেট।

প্রস্তাবনাগুলো বাস্তবায়নের সম্ভাব্য ফলাফল হিসেবে বলা হয়, সরকার যদি তামাক কর বৃদ্ধি করে তবে সিগারেট ব্যবহারকারীর অনুপাত ১৫.১ থেকে ১৪.০৩ শতাংশে হবে। ১৩ লাখ প্রান্তবয়স্ক নাগরিক সিগারেট ব্যবহার ছেড়ে দেবে ও ৯ লাখ তরুণ সিগারেট ব্যবহার শুরু করা থেকে বিরত থাকবে। এ ছাড়া ৮ লাখ ৯০ হাজার অকালমৃত্যু রোধ করা যাবে। আর ৯ হাজার ২০০ কোটি টাকা বাড়তি রাজস্ব আদায় হবে সিগারেট বিক্রি থেকে।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য ও ওয়াশ সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদ বলেন, অসংক্রামক ব্যাধির প্রাদুর্ভাব বিশ্বের যেসব দেশে বেশি তার মধ্যে বাংলাদেশ রয়েছে। উপরন্তু অসংক্রামক ব্যাধির অন্যতম কারণ হিসেবে তামাক গ্রহণকে ধরা হয়। এজন্য তামাকের ব্যবহার হ্রাসের জন্য তামাকের কর বৃদ্ধি অনুষঙ্গ। ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরামের সাংবাদিকরা তাদের লেখনীর মাধ্যমে তামাকের কর বৃদ্ধির জন্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন, সেটাই আমাদের প্রত্যাশা।

ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরামের সাধারণ সম্পাদক এসএম রাশেদুল ইসলাম বলেন, গণমাধ্যম সবসময় জনস্বাস্থ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ বিষয়কে ফোকাস করে। তামাকবিরোধী কার্যক্রমে গণমাধ্যম তাই অংশীদার হিসেবেই পাশে থাকবে। এনবিআরের সঙ্গে বিভিন্ন সভায়ও ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরাম সবসময়ই জনস্বাস্থ্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়কে হাইলাইট করে। আগামীতেও আমরা সক্রিয়ভাবে পাশে থাকব।

বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি করপোরেশনের (বিসিআইসি) সাবেক চেয়ারম্যান ও ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডস বাংলাদেশের লিড পলিসি অ্যাডভাইজর মো. মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, বাংলাদেশে তামাকের কর কাঠামো জটিল। তামাকপণ্যের ধরন, বৈশিষ্ট্য, দামের স্তর অনুসারে শুল্ক হারের ভিন্নতা রয়েছে। ফলে তামাকপণ্য সহজলভ্য থেকে যাচ্ছে। তামাক ব্যবহারের হারও প্রায় অপরিবর্তিত থাকছে। প্রস্তাবিত সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্কের ফলে সিগারেটের কর কাঠামো সহজ হবে। মুদ্রাস্ফীতি ও বর্ধমান আয়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সময়ে সময়ে সম্পূরক শুল্ক বাড়ানো যাবে। তাতে আরও কার্যকরভাবে রাজস্ব প্রাক্কলন করা সম্ভব হবে।

https://www.somoynews.tv/news/2022-02-15/%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A4-%E0%A6%AA%E0%A6%A3%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8B%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AC

শেয়ার বিজ
কড়চা
৩ ফাল্গুন ১৪২৮, ১৪ রজব ১৪৪০, ডেঙ্গি. সং : ডিএ ৫০৪১ সৃজনের পথে উন্নত স্বদেশ বর্ষ ১৩, সংখ্যা ৩১০, ৮ পৃষ্ঠা, দাম ১০ টাকা

তামাক কর বাড়ালে বাড়তি রাজস্ব আসবে ৯ হাজার কোটি টাকা

নিজস্ব প্রতিবেদক

'বর্তমান তামাক কর কাঠামো অত্যন্ত জটিল, যা তামাকের ব্যবহার নিরুৎসাহিতকরণের পথে একটি বড় বাধা। এ জন্য কর কাঠামোকে সহজ করতে হবে। এটা করে যথাযথ পদ্ধতিতে তামাক-কর বাড়ানো হলে তামাকের ব্যবহার কমাতে তা কার্যকরী ভূমিকা রাখবে। পাশাপাশি বাড়তি রাজস্ব আহরণ হবে।'

তামাক কর বৃদ্ধি বিষয়ে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের উদ্যোগে আয়োজিত ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরামের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যদের সঙ্গে এক ভার্চুয়াল মতবিনিময় সভায় এ অভিমত দেন বক্তারা।

ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরামের সহ-সভাপতি শফিকুল আলমের সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভায় বক্তব্য দেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য ও ওয়াশ সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদ, বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ করপোরেশনের (বিসিআইসি) সাবেক চেয়ারম্যান ও ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডস বাংলাদেশের লিড পলিসি অ্যাডভাইজার মো. মোস্তাফিজুর রহমান ও ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরামের সাধারণ সম্পাদক এসএম রাশেদুল ইসলাম। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের সমন্বয়কারী মো. শরিফুল ইসলামের সঞ্চালনায় সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন উন্নয়ন সমন্বয়ের পরিচালক (গবেষণা) আবদুল্লাহ নাদভী।

২০২২-২৩ অর্থবছরে শতকরা হিসেবে নিম্ন স্তরের সিগারেটের দাম সর্বোচ্চ পরিমাণে বাড়ানোর প্রস্তাব করা হয়। কারণ ২০২০-২১ অর্থবছরের হিসাব অনুসারে মোট যে সিগারেট বিক্রি হয় তার সবচেয়ে বড় অংশ (৭৫ শতাংশ) হলো নিম্ন স্তরের সিগারেট।

প্রস্তাবনাগুলো বাস্তবায়নের সম্ভাব্য ফলাফল হিসেবে বলা হয়, সরকার যদি তামাক কর বৃদ্ধি করে, তবে সিগারেট ব্যবহারকারীর অনুপাত ১৫ দশমিক এক শতাংশ থেকে ১৪ দশমিক শূন্য তিন শতাংশে হ্রাস পাবে। ১৩ লাখ প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিক সিগারেট ব্যবহার ছেড়ে দেবেন ও ৯ লাখ তরুণ সিগারেট ব্যবহার শুরু করা থেকে বিরত থাকবেন। এছাড়া ৮ লাখ ৯০ হাজার অকাল মৃত্যু রোধ করা যাবে। আর ৯ হাজার ২০০ কোটি টাকা বাড়তি রাজস্ব আদায় হবে সিগারেট খাত থেকে।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য ও ওয়াশ সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদ বলেন, অসংক্রামক ব্যধির প্রাদুর্ভাব বিশ্বের যেসব দেশে বেশি তাদের মধ্যে বাংলাদেশ রয়েছে। উপরন্তু অসংক্রামক ব্যাধির অন্যতম কারণ হিসেবে তামাক গ্রহণকে ধরা হয়। এ জন্য তামাকের ব্যবহার হ্রাসের জন্য তামাকের কর বৃদ্ধি অনুষঙ্গ। ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরামের সাংবাদিকরা তাদের লেখনীর মাধ্যমে তামাকের কর বৃদ্ধির জন্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন সেটাই আমাদের প্রত্যাশা।

ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরামের সাধারণ সম্পাদক এসএম রাশেদুল ইসলাম বলেন, গণমাধ্যম সবসময় জনস্বাস্থ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ বিষয়কে ফোকাস করে। তামাকবিরোধী কার্যক্রমে গণমাধ্যম তাই অংশীদার হিসেবেই পাশে থাকবে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) সঙ্গে বিভিন্ন সভাতেও ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরাম সব সময়ই জনস্বাস্থ্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়কে হাইলাইট করে। আগামীতেও আমরা সক্রিয়ভাবে পাশে থাকব।

বিসিআইসির সাবেক চেয়ারম্যান ও ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডস বাংলাদেশের লিড পলিসি অ্যাডভাইজার মো. মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, বাংলাদেশে তামাকের কর কাঠামো জটিল। তামাক পণ্যের ধরন, বৈশিষ্ট্য, দামের স্তর অনুসারে শুল্ক হারের ভিন্নতা রয়েছে। ফলে তামাকপণ্য সহজলভ্য থেকে যাচ্ছে তামাক ব্যবহারের হারও প্রায় অপরিবর্তিত থাকছে। প্রস্তাবিত সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্কের ফলে সিগারেটের কর কাঠামো সহজ হবে। মূল্যস্ফীতি ও বর্ধমান আয়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সময়ে সময়ে সম্পূরক শুল্ক বাড়ানো যাবে। আরও কার্যকরভাবে রাজস্ব প্রাক্কলন করা সম্ভব হবে।

ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরামের সহ-সভাপতি শফিকুল আলম বলেন, আমরাও দেশকে তামাকমুক্ত দেখতে চাই। এ জন্য কার্যকর বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণের পাশাপাশি তামাক নিয়ন্ত্রণে জনস্বাস্থ্য রক্ষার্থে তামাক কর বৃদ্ধির বিষয়টি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের মাধ্যমে সরকারের নজরে আনা জরুরি। ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরামের সদস্যরা তামাকবিরোধী কার্যক্রমে সক্রিয়ভাবে পাশে থাকবে বলে এ সময় তিনি আশ্বস্ত করেন।

https://sharebiz.net/%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95-%E0%A6%95%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A1%E0%A6%BC%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A1%E0%A6%BC%E0%A6%A4%E0%A6%BF-%E0%A6%B0/

দৈনিক
আমার সংবাদ
নগর সংস্করণ
সত্যের সন্ধানে প্রতিদিন
বুধবার ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২২, ৩ ফাল্গুন ১৪২৮, ২৪ রজব ১৪৪৩

‘তামাক কর বৃদ্ধিতে বাড়বে রাজস্ব আদায়’

নিজস্ব প্রতিবেদক ▸▸

সরকার তামাক কর বৃদ্ধি করলে অন্তত ১৩ লাখ প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিক সিগারেট ব্যবহার ছেড়ে দেবে

‘বর্তমান তামাক কর কাঠামো অত্যন্ত জটিল– যা তামাকের ব্যবহার নিরুৎসাহিতকরণের পথে একটি বড় বাধা। আর এজন্য এই কর কাঠামোকে সহজ করতে হবে। এটা করে যথাযথ পদ্ধতিতে তামাক-কর বৃদ্ধি করলে তামাকের ব্যবহার কমাতে তা কার্যকরী ভূমিকা রাখবে।’

গতকাল মঙ্গলবার তামাক কর বৃদ্ধি বিষয়ে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের উদ্যোগে আয়োজিত ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরামের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যদের সঙ্গে ভার্চুয়াল এক মতবিনিময় সভায় এ অভিমত দেন বক্তারা। ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরামের সহসভাপতি শফিকুল আলমের সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য ও ওয়াশ সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদ, বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন (বিসিআইসি)-এর সাবেক চেয়ারম্যান ও ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডস বাংলাদেশের লিড পলিসি অ্যাডভাইজার মো. মোস্তাফিজুর রহমান ও ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরামের সাধারণ সম্পাদক এসএম রাশেদুল ইসলাম।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের প্রকল্প সমন্বয়কারী মো. শরিফুল ইসলামের সঞ্চালনায় সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন উন্নয়ন সমন্বয়ের পরিচালক (গবেষণা) আবদুল্লাহ নাদভী।

মূল প্রবন্ধে বলা হয়, প্রধানমন্ত্রী ২০১৬ সালে যখন ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত দেশ গঠনের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছিলেন, তখন এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য ‘বর্তমান শুল্ক কাঠামো সহজ’ করা এবং এ অঞ্চলের সর্বোত্তম ব্যবস্থা থেকে শিক্ষা নিয়ে

● এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৭

তামাক কর বৃদ্ধিতে

▸▸ শেষ পৃষ্ঠার পর

সরকারের শুল্ক আয় বৃদ্ধি করার নির্দেশনা দিয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে ফিলিপাইনসের উদাহরণ টেনে বলা হয়, ফিলিপাইনসে ‘সিন ট্যাক্স রিফর্ম অ্যাক্ট ২০১২’-এর মাধ্যমে তামাকে কার্যকর করারোপের সুফল পাওয়া গেছে। সেখানে এক্সাইজ ট্যাক্স চারগুণের বেশি বাড়ানোয় মূলত মূল্য এক ধাক্কায় অনেকটা বেড়ে যায় এবং এর ফলে ধূমপায়ীর হার ছয় বছরে ২৮ শতাংশ থেকে ২৩ শতাংশের নিচে নেমে আসে। প্রাপ্ত রাজস্বও বৃদ্ধি পায়। ২০২২-২৩ অর্থবছরে শতকরা হিসাবে নিম্নস্তরের সিগারেটের দাম সর্বোচ্চ পরিমাণে বাড়ানোর প্রস্তাব করা হয়। কারণ, ২০২০-২১ অর্থবছরের হিসাব অনুসারে মোট যে সিগারেট বিক্রি হয়, তার সবচেয়ে বড় অংশ (৬৫ শতাংশ) হলো নিম্নস্তরের সিগারেট। প্রস্তাবনাগুলো বাস্তবায়নের সম্ভাব্য ফলাফল হিসাবে বলা হয়, সরকার যদি তামাক কর বৃদ্ধি করে, তবে সিগারেট ব্যবহারকারীর অনুপাত ১৫.১ থেকে ১৪.০৩ ভাগ হবে। ১৩ লাখ প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিক সিগারেট ব্যবহার ছেড়ে দেবেন ও ৯ লাখ তরুণ সিগারেট ব্যবহার শুরু করা থেকে বিরত থাকবেন। এছাড়া ৮ লাখ ৯০ হাজার অকাল মৃত্যু রোধ করা যাবে। আর ৯ হাজার ২০০ কোটি টাকা বাড়তি রাজস্ব আদায় হবে সিগারেট বিক্রি থেকে। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য ও ওয়াশ সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদ বলেন, অসংক্রামক ব্যাধির প্রাদুর্ভাব বিশ্বের যেসব দেশে বেশি, তাদের মধ্যে বাংলাদেশ রয়েছে। উপরন্তু অসংক্রামক ব্যাধির অন্যতম কারণ হিসেবে তামাক গ্রহণকে ধরা হয়। এজন্য তামাকের ব্যবহার হ্রাসের জন্য তামাকের কর বৃদ্ধি আবশ্যক। ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরামের সাংবাদিকরা তাদের লেখনীর মাধ্যমে তামাকের কর বৃদ্ধির জন্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন– সেটাই আমাদের প্রত্যাশা। ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরামের সাধারণ সম্পাদক এসএম রাশেদুল ইসলাম বলেন, গণমাধ্যম সব সময় জনস্বাস্থ্যের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ বিষয়কে ফোকাস করে। তামাকবিরোধী কার্যক্রমে গণমাধ্যম তাই অগ্রণীদের হিসেবেই পাশে থাকবে। এনবিআরের সঙ্গে বিভিন্ন সভাতেও ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরাম সব সময়ই জনস্বাস্থ্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়কে হাইলাইট করে। আগামীতেও আমরা সক্রিয়ভাবে পাশে থাকব। বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন (বিসিআইসি)-এর সাবেক চেয়ারম্যান ও ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডস বাংলাদেশের লিড পলিসি অ্যাডভাইজার মো. মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, বাংলাদেশে তামাকের কর কাঠামো জটিল। তামাকপণ্যের ধরন, বৈশিষ্ট্য, দামের স্তর অনুসারে শুল্কহারের ভিন্নতা রয়েছে। ফলে তামাকপণ্য সহজলভ্য থেকে যাচ্ছে; তামাক ব্যবহারের হারও প্রায় অপরিবর্তিত থাকছে। প্রস্তাবিত সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্কের ফলে সিগারেটের কর কাঠামো সহজ হবে। মূল্যস্ফীতি ও বর্ধমান আয়ের সাথে সংগতি রেখে সময় সময় সম্পূরক শুল্ক বাড়ানো যাবে এবং আরও কার্যকরভাবে রাজস্ব প্রাক্কলন করা সম্ভব হবে। ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরামের সহসভাপতি শফিকুল আলম বলেন, আমরাও দেশকে তামাকমুক্ত দেখতে চাই। এজন্য কার্যকর বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণের পাশাপাশি তামাক নিয়ন্ত্রণে জনস্বাস্থ্য রক্ষার্থে তামাক কর বৃদ্ধির বিষয়টি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের মাধ্যমে সরকারের নজরে আনা জরুরি। ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরামের সদস্যরা তামাকবিরোধী কার্যক্রমে সক্রিয়ভাবে পাশে থাকবে বলে এ সময় তিনি আশ্বস্ত করেন।

বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা (বাসস)
জাতীয় বার্তা সংস্থা

তামাকজাত পণ্যে সুনির্দিষ্ট কর আরোপের প্রস্তাব

ঢাকা, ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ (বাসস) : 'বর্তমান তামাক কর কাঠামো অত্যন্ত জটিল যা তামাকের ব্যবহার নিরুৎসাহিতকরণের পথে একটি বড় বাধা। আর এজন্য এই কর কাঠামোকে সহজ করতে হবে। এটা করে যথাযথ পদ্ধতিতে তামাক-কর বৃদ্ধি করলে তামাকের ব্যবহার কমাতে তা কার্যকরী ভূমিকা রাখবে'।

মঙ্গলবার তামাক কর বৃদ্ধি বিষয়ে ঢাকা আহছানিয়া মিশনের উদ্যোগে আয়োজিত ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরামের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যদের সঙ্গে ভার্চুয়াল এক মতবিনিময় সভায় এ অভিমত ব্যক্ত করা হয়েছে। ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরামের সহ-সভাপতি শফিকুল আলমের সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখেন ঢাকা আহছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য ও ওয়াশ সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদ, বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি কর্পোরেশনের (বিসিআইসি) সাবেক চেয়ারম্যান ও ক্যাম্পেইন ফর টোবাকো ফ্রি কিডস বাংলাদেশের লিড পলিসি এডভাইজার মো. মোস্তাফিজুর রহমান ও ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরামের সাধারণ সম্পাদক এসএম রাশিদুল ইসলাম।

ঢাকা আহছানিয়া মিশনের তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের প্রকল্প সমন্বয়কারী মো. শরিফুল ইসলামের সঞ্চালনায় সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন উন্নয়ন সমন্বয়ের পরিচালক (গবেষণা) আবদুল্লাহ নাদভী।

মূল প্রবন্ধে বলা হয়, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১৬ সালে যখন ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত দেশ গঠনের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছিলেন, তখন এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য 'বর্তমান শুল্ক কাঠামো সহজ' করা এবং এ অঞ্চলের সর্বোত্তম ব্যবস্থা থেকে শিক্ষা নিয়ে সরকারের শুল্ক আয় বৃদ্ধি করার নির্দেশনা দিয়েছিলেন।

এ প্রসঙ্গে ফিলিপাইনের উদাহরণ টেনে বলা হয়, ফিলিপাইনে 'সিন ট্যাক্স রিফর্ম অ্যাক্ট ২০১২'-এর মাধ্যমে তামাকে কার্যকর করারোপের সুফল পাওয়া গেছে। সেখানে এক্সাইজ ট্যাক্স চার গুণের বেশি বাড়ানোর ফলে খুচরা মূল্য এক ধাক্কায় অনেকটা বেড়ে যায় এবং এর ফলে ধূমপায়ীর হার ৬ বছরে ২৮ শতাংশ থেকে ২৩ শতাংশের নিচে নেমে আসে। প্রাপ্ত রাজস্বও বৃদ্ধি পায়।

https://www.bssnews.net/bangla/trade/30714

The Statement24

If tobacco tax is increased, additional revenue of Tk 9,200 crore will be collected

February 16, 2022 by News Desk

Spread the love

'The current tobacco tax structure is extremely complex which is a major obstacle in the way of discouraging tobacco use. And for that, we have to simplify this tax structure. In that sense, it is possible to reduce tobacco use by increasing tobacco taxes in an effective way'- The speakers expressed their views in a virtual exchange meeting with the members of the Executive Committee of the Economic Reporters Forum (ERF) organized by the Dhaka Ahsania Mission on 15 February on the issue of the tobacco tax.

The meeting was presided over by Shafiqul Alam, vice-president of Economic Reports Forum. Iqbal Masud, Director, Health and Wash Sector, Dhaka Ahsania Mission, Md. Mostafizur Rahman, Former Chairman, Bangladesh Chemical Industry Corporation (BCIC) and Lead Policy Adviser, Campaign for Tobacco-Free Kids Bangladesh and S M Rashidul Islam, General Secretary, Economic Reports Forum were the speakers in the meeting.

Abdullah Nadvi, Director (Research), Unnayan Shamannay, presented the keynote address at the webinar and Md. Shariful Islam, Project Coordinator, Tobacco Control Project, Dhaka Ahsania Mission conducted the meeting.

According to the keynote, when the Prime Minister set the goal of building a tobacco-free country by 2040 in 2016, she directed to simplify the existing tax structure and increase the government's customs revenue by learning from the best practices in the region.

In this context, citing the example of the Philippines, the Philippines has benefited from the implementation of the Sin Tax Reform Act 2012. There is a four-fold increase in excise tax, which increases retail prices in one fell swoop, bringing down the smoking rate from 28 percent to 23 percent in six years. The revenue received also increases.

https://thestatement24.com/if-tobacco-tax-is-increased-additional-revenue-of-tk-9200-crore-will-be-collected/

If tobacco tax is increased, additional revenue of Tk 9,200 crore will be collected

"The current tobacco tax structure is extremely complex which is a major obstacle in the way of discouraging tobacco use. And for that, we have to simplify this tax structure.

In that sense, it is possible to reduce tobacco use by increasing tobacco taxes in an effective way"- The speakers expressed their views in a virtual exchange meeting with the members of the Executive Committee of the Economic Reporters Forum (ERF) organized by the Dhaka Ahsania Mission on 15 February on the issue of the tobacco tax.

The meeting was presided over by Shafiqul Alam, vice-president of Economic Reports Forum. Iqbal Masud, Director, Health and Wash Sector, Dhaka Ahsania Mission, Md. Mostafizur Rahman, Former Chairman, Bangladesh Chemical Industry Corporation (BCIC) and Lead Policy Adviser, Campaign for Tobacco-Free Kids Bangladesh and S M Rashidul Islam, General Secretary, Economic Reports Forum were the speakers in the meeting.

Abdullah Nadvi, Director (Research), Unnayan Shamannay, presented the keynote address at the webinar and Md. Shariful Islam, Project Coordinator, Tobacco Control Project, Dhaka Ahsania Mission conducted the meeting.

According to the keynote, when the Prime Minister set the goal of building a tobacco-free country by 2040 in 2016, she directed to simplify the existing tax structure and increase the government's customs revenue by learning from the best practices in the region.

https://tbarta24.com/if-tobacco-tax-is-increased-additional-revenue-of-tk-9200-crore-will-be-collected/

তামাকজাত পণ্যের কর কাঠামো সহজ করার আহ্বান

বর্তমান তামাক কর কাঠামো অত্যন্ত জটিল, যা তামাকের ব্যবহার নিরুৎসাহিতকরণের পথে একটি বড় বাধা। এজন্য এই কর কাঠামোকে সহজ করতে হবে। ফলে যথাযথ পদ্ধতিতে তামাক কর বৃদ্ধি করলে, তামাকের ব্যবহার কমাতে তা কার্যকরী ভূমিকা রাখবে।

মঙ্গলবার (১৫ ফেব্রুয়ারি) তামাক কর বৃদ্ধির বিষয়ে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের উদ্যোগে আয়োজিত ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরামের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যদের সঙ্গে ভার্চুয়াল একটি মতবিনিময় সভায় এ মন্তব্য করা হয়।

অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধে বলা হয়েছে, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১৬ সালে যখন ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত দেশ গঠনের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছিলেন, তখন এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য 'বর্তমান শুল্ক কাঠামো সহজ' করা এবং এ অঞ্চলের সর্বোত্তম ব্যবস্থা থেকে শিক্ষা নিয়ে সরকারের শুল্ক আয় বৃদ্ধি করার নির্দেশনা দিয়েছিলেন।

এ বিষয়ে ফিলিপাইনের উদাহরণ টেনে বলা হয়, ফিলিপাইনে 'সিন ট্যাক্স রিফর্ম অ্যাক্ট ২০১২'-এর মাধ্যমে তামাকে কার্যকর কর আরোপের সুফল পাওয়া গেছে। সেখানে এক্সাইজ ট্যাক্স চার গুণের বেশি বাড়ানোর ফলে খুচরা মূল্য এক ধাক্কায় অনেকটা বেড়ে যায় এবং এর ফলে ধূমপায়ীর হার ৬ বছরে ২৮ শতাংশ থেকে ২৩ শতাংশের নিচে নেমে আসে। সেই সঙ্গে প্রাপ্ত রাজস্বও বৃদ্ধি পায়।

২০২২-২৩ অর্থবছরে শতকরা হিসেবে নিম্নস্তরের সিগারেটের দাম সর্বোচ্চ পরিমাণে বাড়ানোর প্রস্তাব করা হয়। কারণ ২০২০-২১ অর্থবছরের হিসাব অনুসারে মোট যে সিগারেট বিক্রি হয় তার সবচেয়ে বড় অংশ (৭৫ শতাংশ) হলো নিম্নস্তরের সিগারেট।

https://www.somoynews.tv/news/2022-02-15/%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A4-%E0%A6%AA%E0%A6%A3%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8B%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AC

BVNEWS24

সিগারেট বিক্রি থেকেই ৯ হাজার কোটি টাকার রাজস্ব আদায় সম্ভব

নিজস্ব প্রতিবেদক | প্রকাশিত: ১৬:১৪, ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২২

ফন্ট সাইজ

ফাইল ছবি

'বর্তমান তামাক কর কাঠামো অত্যন্ত জটিল যা তামাক ব্যবহারে নিরুৎসাহিতকরণের পথে একটি বড় বাঁধা হয়ে দাড়িয়েছে। এজন্য কর কাঠামোকে আরো সহজ করতে হবে। যথাযথ পদ্ধতিতে তামাক-কর বৃদ্ধি করলে সিগারেট বিক্রি থেকেই বছরে ৯ হাজার ২ শত কোটি টাকা বাড়তি রাজস্ব আদায় করা সম্ভব বলে অভিমত দিয়েছেন সেমিনারে অংশ নেওয়া বক্তারা।

মঙ্গলবার (১৫ ফেব্রুয়ারি) তামাক-কর বৃদ্ধি'র বিষয়ে ঢাকা আহছানিয়া মিশনের উদ্যোগে আয়োজিত ইকোনমিক রিপোর্টাস ফোরামের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যদের সঙ্গে ভার্চুয়াল মতবিনিময় সভায় বক্তারা এই অভিমত ব্যক্ত করেন। ইকোনমিক রিপোর্টাস ফোরামের সহ-সভাপতি শফিকুল আলমের সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখেন ঢাকা আহছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য ও ওয়াশ সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদ, বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি কর্পোরেশন (বিসিআইসি) এর সাবেক চেয়ারম্যান ও ক্যাম্পেইন ফর টোবাকো ফ্রি কিডস বাংলাদেশের লিড পলিসি এডভাইজার মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান ও ইকোনমিক রিপোর্টাস ফোরামের সাধারণ সম্পাদক এসএম রাশেদুল ইসলাম। তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের প্রকল্প সমন্বয়কারী মোঃ শরিফুল ইসলামের সঞ্চালনায় সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন উন্নয়ন সমন্বয়ের পরিচালক (গবেষণা) আবদুল্লাহ নাদভী।

মূল প্রবন্ধে বলা হয়েছে, প্রধানমন্ত্রী ২০১৬ সালে যখন ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত দেশ গঠনের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছিলেন, তখন এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য 'বর্তমান শুল্ক কাঠামো সহজ' করা এবং এ অঞ্চলের সর্বোত্তম ব্যবস্থা থেকে শিক্ষা নিয়ে সরকারের শুল্ক আয় বৃদ্ধি করার নির্দেশনা দিয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে ফিলিপাইনের উদাহরণ টেনে বলা হয়, ফিলিপাইনে 'সিন ট্যাক্স রিফর্ম অ্যাক্ট ২০১২'-এর মাধ্যমে তামাকে কার্যকর করারোপের সুফল পাওয়া গেছে। সেখানে এক্সাইজ ট্যাক্স চার গুণের বেশি বাড়ানোয় খুচরা মূল্য এক ধাক্কায় অনেকটা বেড়ে যায় এবং এর ফলে ধূমপায়ীর হার ৬ বছরে ২৮ শতাংশ থেকে ২৩ শতাংশের নিচে নেমে আসে। প্রাপ্ত রাজস্বও বৃদ্ধি পায়।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে শতকরা হিসেবে নিম্নস্তরের সিগারেটের দাম সর্বোচ্চ পরিমাণে বাড়ানোর প্রস্তাব করা হয়। কারণ, ২০২০-২০২১ অর্থবছরের হিসাব অনুসারে মোট যে সিগারেট বিক্রি হয় তার সবচেয়ে বড় অংশ (৭৫ শতাংশ) হলো নিম্নস্তরের সিগারেট।

https://www.bvnews24.com/economy/news/58270

সারাবাংলা সারাক্ষণ

অর্থ-বিত্তন

তামাকে কর বাড়ালে ৯ হাজার কোটি টাকা বাড়তি রাজস্ব আদায় হবে

February 15, 2022 | 4:29 pm

স্পেশাল করেসপন্ডেন্ট

ঢাকা: তামাকের বিদ্যমান কর কাঠামোকে জটিল বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা। তারা বলছেন, এই জটিল কর কাঠামো তামাকের ব্যবহার নিরুৎসাহিতকরণের পথে একটি বড় বাধা। এ জন্য এই কর কাঠামোকে সহজ করতে হবে। সেটি করা গেলে তামাকের ব্যবহার কমাতে তা কার্যকর ভূমিকা রাখবে। পাশাপাশি তামাকজাত পণ্য থেকে সরকারের ৯ হাজার দুইশ কোটি টাকা বাড়তি রাজস্ব আয় করতে পারবে।

বিজ্ঞাপন

মঙ্গলবার (১৫ ফেব্রুয়ারি) তামাক কর বৃদ্ধি বিষয়ে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের উদ্যোগে আয়োজিত ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরামের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যদের সঙ্গে ভার্চুয়াল এক মতবিনিময় সভায় বক্তরা এসব কথা বলেন।

ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরামের সহসভাপতি শফিকুল আলমের সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখেন ঢাকা আহছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য ও ডয়াশ সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদ, বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি করপোরেশনের (বিসিআইসি) সাবেক চেয়ারম্যান ও ক্যাম্পেইন ফর টোবাকো ফ্রি কিডস বাংলাদেশের লিড পলিসি অ্যাডভাইজার মো. মোস্তাফিজুর রহমান ও ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরামের সাধারণ সম্পাদক এস এম রাশেদুল ইসলাম।

বিজ্ঞাপন

ঢাকা আহছানিয়া মিশনের তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের প্রকল্প সমন্বয়কারী মো. শরিফুল ইসলামের সঞ্চালনায় সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন উন্নয়ন সমন্বয়ের পরিচালক (গবেষণা) আবদুল্লাহ নাদভী।

মূল প্রবন্ধে বলা হয়, প্রধানমন্ত্রী ২০১৬ সালে যখন ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত দেশ গঠনের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছিলেন, তখন এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য 'বর্তমান শুল্ক কাঠামো সহজ' করা এবং এ অঞ্চলের সর্বোত্তম ব্যবস্থা থেকে শিক্ষা নিয়ে সরকারের শুল্ক আয় বাড়ানোর নির্দেশনা দিয়েছিলেন।

https://sarabangla.net/post/sb-644659/

তামাকজাত পণ্য নিয়ন্ত্রণে মূল্যবৃদ্ধি ও সুনির্দিষ্ট করারোপের আহবান

'বর্তমান তামাক কর কাঠামো অত্যন্ত জটিল যা তামাকের ব্যবহার নিরুৎসাহিতকরণের পথে একটি বড় বাধা। আর এজন্য এই কর কাঠামোকে সহজ করতে হবে। এটা করে যথাযথ পদ্ধতিতে তামাক-কর বৃদ্ধি করলে তামাকের ব্যবহার কমাতে তা কার্যকরী ভূমিকা রাখবে'- ১৫ ফেব্রুয়ারি তামাক কর বৃদ্ধি বিষয়ে ঢাকা আহছানিয়া মিশনের উদ্যোগে আয়োজিত ইকোনমিক রিপোর্টাস ফোরামের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যদের সঙ্গে ভার্চুয়াল এক মতবিনিময় সভায় এভাবে অভিমত দেন বক্তারা।

ইকোনমিক রিপোর্টাস ফোরামের সহ-সভাপতি শফিকুল আলমের সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখেন ঢাকা আহছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য ও ওয়াশ সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদ, বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি কর্পোরেশন (বিসিআইসি) এর সাবেক চেয়ারম্যান ও ক্যাম্পেইন ফর টোবাকো ফ্রি কিডস বাংলাদেশের লিড পলিসি এডভাইজার মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান ও ইকোনমিক রিপোর্টাস ফোরামের সাধারণ সম্পাদক এসএম রাশেদুল ইসলাম।

ঢাকা আহছানিয়া মিশনের তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের প্রকল্প সমন্বয়কারী মোঃ শরিফুল ইসলামের সঞ্চালনায় সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন উন্নয়ন সমন্বয়ের পরিচালক (গবেষণা) আবদুল্লাহ নাদভী।

মূল প্রবন্ধে বলা হয়, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০১৬ সালে যখন ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত দেশ গঠনের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছিলেন, তখন এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য 'বর্তমান শুল্ক কাঠামো সহজ' করা এবং এ অঞ্চলের সর্বোত্তম ব্যবস্থা থেকে শিক্ষা নিয়ে সরকারের শুল্ক আয় বৃদ্ধি করার নির্দেশনা দিয়েছিলেন।

এ প্রসঙ্গে ফিলিপাইনের উদাহরণ টেনে বলা হয়, ফিলিপাইনে 'সিন ট্যাক্স রিফর্ম অ্যাক্ট ২০১২'-এর মাধ্যমে তামাকে কার্যকর করারোপের সুফল পাওয়া গেছে। সেখানে এক্সাইজ ট্যাক্স চার গুণের বেশি বাড়ানোয় খুচরা মূল্য এক ধাক্কায় অনেকটা বেড়ে যায় এবং এর ফলে ধূমপায়ীর হার ৬ বছরে ২৮ শতাংশ থেকে ২৩ শতাংশের নিচে নেমে আসে। প্রাপ্ত রাজস্বও বৃদ্ধি পায়।

২০২২-২৩ অর্থবছরে শতকরা হিসেবে নি¤œ স্তরের সিগারেটের দাম সর্বোচ্চ পরিমাণে বাড়ানোর প্রস্তাব করা হয়। কারণ, ২০২০-২১ অর্থবছরের হিসাব অনুসারে মোট যে সিগারেট বিক্রি হয় তার সবচেয়ে বড় অংশ (৭৫ শতাংশ) হলো নি¤œ স্তরের সিগারেট।

প্রস্তাবনাগুলো বাস্তবায়নের সম্ভাব্য ফলাফল হিসেবে বলা হয়, সরকার যদি তামাক কর বৃদ্ধি করে তবে সিগারেট ব্যবহারকারির অনুপাত ১৫.১% থেকে ১৪.০৩% হবে। ১৩ লক্ষ প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিক সিগারেট ব্যবহার ছেড়ে দেবেন ও ৯ লক্ষ তরুণ সিগারেট ব্যবহার শুরু করা থেকে বিরত থাকবেন। এছাড়া ৮ লক্ষ ৯০ হাজার অকাল মৃত্যু রোধ করা যাবে। আর ৯ হাজার ২ শত কোটি টাকা বাড়তি রাজস্ব আদায় হবে সিগারেট বিক্রয় থেকে।

https://metronews24.com/%e0%a6%a4%e0%a6%be%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%95%e0%a6%9c%e0%a6%be%e0%a6%a4-%e0%a6%aa%e0%a6%a3%e0%a7%8d%e0%a6%af-%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a7%9f%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a4%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%a3-2/

lastnewsbd.com

Tuesday, 15th February , 2022, 03:38 pm,BDST

‘তামাক কর বৃদ্ধি করলে ধূমপায়ী কমবে ও বাড়তি রাজস্ব আদায় হবে’

Like Nurul Amin Hasan and 102K others like this

লাস্টনিউজবিডি, ১৫ ফেব্রুয়ারি: ‘বর্তমান তামাক কর কাঠামো অত্যন্ত জটিল যা তামাকের ব্যবহার নিরুৎসাহিতকরণের পথে একটি বড় বাধা। আর এজন্য এই কর কাঠামোকে সহজ করতে হবে। এটা করে যথাযথ পদ্ধতিতে তামাক-কর বৃদ্ধি করলে তামাকের ব্যবহার কমাতে তা কার্যকরী ভূমিকা রাখবে’- ১৫ ফেব্রুয়ারি তামাক কর বৃদ্ধি বিষয়ে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের উদ্যোগে আয়োজিত ইকোনমিক রিপোর্টাস ফোরামের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যদের সঙ্গে ভার্চুয়াল এক মতবিনিময় সভায় এভাবে অভিমত দেন বক্তারা।

ইকোনমিক রিপোর্টাস ফোরামের সহ-সভাপতি শফিকুল আলমের সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য ও ওয়াশ সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদ, বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি কর্পোরেশন (বিসিআইসি) এর সাবেক চেয়ারম্যান ও ক্যাম্পেইন ফর টোবাকো ফ্রি কিডস বাংলাদেশের লিড পলিসি এডভাইজার মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান ও ইকোনমিক রিপোর্টাস ফোরামের সাধারণ সম্পাদক এসএম রাশেদুল ইসলাম।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের প্রকল্প সমন্বয়কারী মোঃ শরিফুল ইসলামের সঞ্চালনায় সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন উন্নয়ন সমন্বয়ের পরিচালক (গবেষণা) আবদুল্লাহ নাদভী।

মূল প্রবন্ধে বলা হয়, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০১৬ সালে যখন ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত দেশ গঠনের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছিলেন, তখন এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য ‘বর্তমান শুল্ক কাঠামো সহজ’ করা এবং এ অঞ্চলের সর্বোত্তম ব্যবস্থা থেকে শিক্ষা নিয়ে সরকারের শুল্ক আয় বৃদ্ধি করার নির্দেশনা দিয়েছিলেন।
এ প্রসঙ্গে ফিলিপাইনের উদাহরণ টেনে বলা হয়, ফিলিপাইনে ‘সিন ট্যাক্স রিফর্ম অ্যাক্ট ২০১২’-এর মাধ্যমে তামাকে কার্যকর করারোপের সুফল পাওয়া গেছে। সেখানে এক্সাইজ ট্যাক্স চার গুণের বেশি বাড়ানোয় খুচরা মূল্য এক ধাক্কায় অনেকটা বেড়ে যায় এবং এর ফলে ধূমপায়ীর হার ৬ বছরে ২৮ শতাংশ থেকে ২৩ শতাংশের নিচে নেমে আসে। প্রাপ্ত রাজস্বও বৃদ্ধি পায়।

২০২২-২৩ অর্থবছরে শতকরা হিসেবে নি¤œ স্তরের সিগারেটের দাম সর্বোচ্চ পরিমাণে বাড়ানোর প্রস্তাব করা হয়। কারণ, ২০২০-২১ অর্থবছরের হিসাব অনুসারে মোট যে সিগারেট বিক্রি হয় তার সবচেয়ে বড় অংশ (৭৫ শতাংশ) হলো নি¤œ স্তরের সিগারেট।

https://www.lastnewsbd.com/news/424906

ডেইলি নববার্তা
DAILYNOBOBARTA.COM

তামাকজাত পণ্য নিয়ন্ত্রণে মূল্যবৃদ্ধি ও সুনির্দিষ্ট করারোপের আহবান

রেজাউর রহমান রিজভী, বিশেষ প্রতিনিধি

আপডেট : মঙ্গলবার, ১৫ ফেব্রুয়ারী, ২০২২ / ১৮ বার পঠিত

'বর্তমান তামাক কর কাঠামো অত্যন্ত জটিল যা তামাকের ব্যবহার নিরুৎসাহিতকরণের পথে একটি বড় বাধা। আর এজন্য এই কর কাঠামোকে সহজ করতে হবে। এটা করে যথাযথ পদ্ধতিতে তামাক-কর বৃদ্ধি করলে তামাকের ব্যবহার কমাতে তা কার্যকরী ভূমিকা রাখবে'- ১৫ ফেব্রুয়ারি তামাক কর বৃদ্ধি বিষয়ে ঢাকা আহছানিয়া মিশনের উদ্যোগে আয়োজিত ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরামের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যদের সঙ্গে ভার্চুয়াল এক মতবিনিময় সভায় এভাবে অভিমত দেন বক্তারা।

ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরামের সহ-সভাপতি শফিকুল আলমের সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখেন ঢাকা আহছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য ও ওয়াশ সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদ, বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি কর্পোরেশন (বিসিআইসি) এর সাবেক চেয়ারম্যান ও ক্যাম্পেইন ফর টোবাকো ফ্রি কিডস বাংলাদেশের লিড পলিসি এডভাইজার মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান ও ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরামের সাধারণ সম্পাদক এসএম রাশেদুল ইসলাম।

ঢাকা আহছানিয়া মিশনের তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের প্রকল্প সমন্বয়কারী মোঃ শরিফুল ইসলামের সঞ্চালনায় সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন উন্নয়ন সমন্বয়ের পরিচালক (গবেষণা) আবদুল্লাহ নাদভী।

মূল প্রবন্ধে বলা হয়, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০১৬ সালে যখন ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত দেশ গঠনের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছিলেন, তখন এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য 'বর্তমান শুল্ক কাঠামো সহজ' করা এবং এ অঞ্চলের সর্বোত্তম ব্যবস্থা থেকে শিক্ষা নিয়ে সরকারের শুল্ক আয় বৃদ্ধি করার নির্দেশনা দিয়েছিলেন।

এ প্রসঙ্গে ফিলিপাইনের উদাহরণ টেনে বলা হয়, ফিলিপাইনে 'সিন ট্যাক্স রিফর্ম অ্যাক্ট ২০১২'-এর মাধ্যমে তামাকে কার্যকর করারোপের সুফল পাওয়া গেছে। সেখানে এক্সাইজ ট্যাক্স চার গুণের বেশি বাড়ানোয় খুচরা মূল্য এক ধাক্কায় অনেকটা বেড়ে যায় এবং এর ফলে ধূমপায়ীর হার ৬ বছরে ২৮ শতাংশ থেকে ২৩ শতাংশের নিচে নেমে আসে। প্রাপ্ত রাজস্বও বৃদ্ধি পায়।

২০২২-২৩ অর্থবছরে শতকরা হিসেবে নিম্নস্তরের সিগারেটের দাম সর্বোচ্চ পরিমাণে বাড়ানোর প্রস্তাব করা হয়। কারণ, ২০২০-২১ অর্থবছরের হিসাব অনুসারে মোট যে সিগারেট বিক্রি হয় তার সবচেয়ে বড় অংশ (৭৫ শতাংশ) হলো নিম্নস্তরের সিগারেট।

https://dailynobobarta.com/%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A4-%E0%A6%AA%E0%A6%A3%E0%A7%8D%E0%A6%AF-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A3%E0%A7%87/

দ্য স্টেটমেন্ট ২৪

তামাক কর বৃদ্ধি করলে ৯ হাজার ২ শত কোটি টাকা বাড়তি রাজস্ব আদায় হবে

February 15, 2022 by নিউজ ডেস্ক

Spread the love

'বর্তমান তামাক কর কাঠামো অত্যন্ত জটিল যা তামাকের ব্যবহার নিরুৎসাহিতকরণের পথে একটি বড় বাধা। আর এজন্য এই কর কাঠামোকে সহজ করতে হবে। এটা করে যথাযথ পদ্ধতিতে তামাক-কর বৃদ্ধি করলে তামাকের ব্যবহার কমাতে তা কার্যকরী ভূমিকা রাখবে'- ১৫ ফেব্রুয়ারি তামাক কর বৃদ্ধি বিষয়ে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের উদ্যোগে আয়োজিত ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরামের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যদের সঙ্গে ভার্চুয়াল এক মতবিনিময় সভায় এভাবে অভিমত দেন বক্তারা।

ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরামের সহ-সভাপতি শফিকুল আলমের সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য ও ওয়াশ সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদ, বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি কর্পোরেশন (বিসিআইসি) এর সাবেক চেয়ারম্যান ও ক্যাম্পেইন ফর টোবাকো ফ্রি কিডস বাংলাদেশের লিড পলিসি এডভাইজার মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান ও ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরামের সাধারণ সম্পাদক এসএম রাশেদুল ইসলাম।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের প্রকল্প সমন্বয়কারী মোঃ শরিফুল ইসলামের সঞ্চালনায় সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন উন্নয়ন সমন্বয়ের পরিচালক (গবেষণা) আবদুল্লাহ নাদভী।

মূল প্রবন্ধে বলা হয়, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০১৬ সালে যখন ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত দেশ গঠনের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছিলেন, তখন এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য 'বর্তমান শুল্ক কাঠামো সহজ' করা এবং এ অঞ্চলের সর্বোত্তম ব্যবস্থা থেকে শিক্ষা নিয়ে সরকারের শুল্ক আয় বৃদ্ধি করার নির্দেশনা দিয়েছিলেন।
এ প্রসঙ্গে ফিলিপাইনের উদাহরণ টেনে বলা হয়, ফিলিপাইনে 'সিন ট্যাক্স রিফর্ম অ্যাক্ট ২০১২'-এর মাধ্যমে তামাকে কার্যকর করারোপের সুফল পাওয়া গেছে। সেখানে এক্সাইজ ট্যাক্স চার গুণের বেশি বাড়ানোয় খুচরা মূল্য এক ধাক্কায় অনেকটা বেড়ে যায় এবং এর ফলে ধূমপায়ীর হার ৬ বছরে ২৮ শতাংশ থেকে ২৩ শতাংশের নিচে নেমে আসে। প্রাপ্ত রাজস্বও বৃদ্ধি পায়। ২০২২-২৩ অর্থবছরে শতকরা হিসেবে নিম্ন স্তরের সিগারেটের দাম সর্বোচ্চ পরিমাণে বাড়ানোর প্রস্তাব করা হয়। কারণ, ২০২০-২১ অর্থবছরের হিসাব অনুসারে মোট যে সিগারেট বিক্রি হয় তার সবচেয়ে বড় অংশ (৭৫ শতাংশ) হলো নিম্ন স্তরের সিগারেট।

https://bn.thestatement24.com/archives/2078

Barta24
বার্তা২৪
মঙ্গলবার, ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২২, ২ ফাল্গুন ১৪২৮

‘তামাক কর বৃদ্ধি করলে কমবে ধূমপায়ী, বাড়বে রাজস্ব আদায়’

‘বর্তমান তামাক কর কাঠামো অত্যন্ত জটিল যা তামাকের ব্যবহার নিরুৎসাহিতকরণের পথে একটি বড় বাধা। আর এজন্য এই কর কাঠামোকে সহজ করতে হবে। এটা করে যথাযথ পদ্ধতিতে তামাক-কর বৃদ্ধি করলে তামাকের ব্যবহার কমাতে তা কার্যকরী ভূমিকা রাখবে।’

মঙ্গলবার (১৫ ফেব্রুয়ারি) তামাক কর বৃদ্ধি বিষয়ে ঢাকা আহছানিয়া মিশনের উদ্যোগে আয়োজিত ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরামের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যদের সঙ্গে ভার্চুয়াল এক মতবিনিময় সভায় এ অভিমত দেন বক্তারা।

ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরামের সহ-সভাপতি শফিকুল আলমের সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখেন ঢাকা আহছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য ও ওয়াশ সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদ, বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি কর্পোরেশন (বিসিআইসি) এর সাবেক চেয়ারম্যান ও ক্যাম্পেইন ফর টোবাকো ফ্রি কিডস বাংলাদেশের লিড পলিসি এডভাইজার মো. মোস্তাফিজুর রহমান ও ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরামের সাধারণ সম্পাদক এসএম রাশেদুল ইসলাম।

https://barta24.com/details/national/154172/increasing-tobacco-tax-will-reduce-smokers-increase-revenue-collection

ডেইলি গাজীপুর
সবার আগে সত্য খবর

আশরাফ টেক্সট

Home › জাতীয় › তামাক কর বৃদ্ধি করলে ধূমপায়ী কমবে ও বাড়তি রাজস্ব আদায় হবে: সেমিনারে...

জাতীয়

তামাক কর বৃদ্ধি করলে ধূমপায়ী কমবে ও বাড়তি রাজস্ব আদায় হবে: সেমিনারে বক্তারা

By dailygazipuronline · ফেব্রুয়ারি ১৫, ২০২২ 15 0

YOUR AD HERE
CONTACT US TODAY

ডেইলি গাজীপুর প্রতিবেদক : 'বর্তমান তামাক কর কাঠামো অত্যন্ত জটিল যা তামাকের ব্যবহার নিরুৎসাহিতকরণের পথে একটি বড় বাধা। আর এজন্য এই কর কাঠামোকে সহজ করতে হবে। এটা করে যথাযথ পদ্ধতিতে তামাক-কর বৃদ্ধি করলে তামাকের ব্যবহার কমাতে তা কার্যকরী ভূমিকা রাখবে'- ১৫ ফেব্রুয়ারি তামাক কর বৃদ্ধি বিষয়ে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের উদ্যোগে আয়োজিত ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরামের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যদের সঙ্গে ভার্চুয়াল এক মতবিনিময় সভায় এভাবে অভিমত দেন বক্তারা।

ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরামের সহ-সভাপতি শফিকুল আলমের সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য ও ওয়াশ সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদ, বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি কর্পোরেশন (বিসিআইসি) এর সাবেক চেয়ারম্যান ও ক্যাম্পেইন ফর টোবাকো ফ্রি কিডস বাংলাদেশের লিড পলিসি এডভাইজার মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান ও ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরামের সাধারণ সম্পাদক এস.এম রাশেদুল ইসলাম।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের প্রকল্প সমন্বয়কারী মোঃ শরিফুল ইসলামের সঞ্চালনায় সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন উন্নয়ন সমন্বয়ের পরিচালক (গবেষণা) আবদুল্লাহ নাদভী।

মূল প্রবন্ধে বলা হয়, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০১৬ সালে যখন ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত দেশ গঠনের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছিলেন, তখন এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য 'বর্তমান শুল্ক কাঠামো সহজ' করা এবং এ অঞ্চলের সর্বোত্তম ব্যবস্থা থেকে শিক্ষা নিয়ে সরকারের শুল্ক আয় বৃদ্ধি করার নির্দেশনা দিয়েছিলেন।

এ প্রসঙ্গে ফিলিপাইনের উদাহরণ টেনে বলা হয়, ফিলিপাইনে 'সিন ট্যাক্স রিফর্ম অ্যাক্ট ২০১২'-এর মাধ্যমে তামাকে কার্যকর করারোপের সুফল পাওয়া গেছে। সেখানে এক্সাইজ ট্যাক্স চার গুণের বেশি বাড়ানোয় ধূচরা মূল্য এক ধাক্কায় অনেকটা বেড়ে যায় এবং এর ফলে ধূমপায়ীর হার ৬ বছরে ২৮ শতাংশ থেকে ২৩ শতাংশের নিচে নেমে আসে। প্রাপ্ত রাজস্বও বৃদ্ধি পায়।

২০২২-২৩ অর্থবছরে শতকরা হিসেবে নি#০৪ স্তরের সিগারেটের দাম সর্বোচ্চ পরিমাণে বাড়ানোর প্রস্তাব করা হয়। কারণ, ২০২০-২১ অর্থবছরের হিসাব অনুসারে মোট যে সিগারেট বিক্রি হয় তার সবচেয়ে বড় অংশ (৭৫ শতাংশ) হলো নি#০৪ স্তরের সিগারেট।

https://www.dailygazipuronline.com/%e0%a6%a4%e0%a6%be%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%95-%e0%a6%95%e0%a6%b0-%e0%a6%ac%e0%a7%83%e0%a6%a6%e0%a7%8d%e0%a6%a7%e0%a6%bf-%e0%a6%95%e0%a6%b0%e0%a6%b2%e0%a7%87-%e0%a6%a7%e0%a7%82%e0%a6%ae%e0%a6%aa/

বাংলা প্রতিদিন
BANGLA PRATIDIN

তামাকজাত পণ্য নিয়ন্ত্রণে মূল্যবৃদ্ধি ও সুনির্দিষ্ট করারোপের আহবান

ফেব্রুয়ারি ১৫, ২০২২

নিজস্ব প্রতিবেদক, বাংলা প্রতিদিন২৪.কম : 'বর্তমান তামাক কর কাঠামো অত্যন্ত জটিল যা তামাকের ব্যবহার নিরুৎসাহিতকরণের পথে একটি বড় বাধা। আর এজন্য এই কর কাঠামোকে সহজ করতে হবে। এটা করে যথাযথ পদ্ধতিতে তামাক-কর বৃদ্ধি করলে তামাকের ব্যবহার কমাতে তা কার্যকরী ভূমিকা রাখবে'- আজ মঙ্গলবার (১৫ ফেব্রুয়ারি) তামাক কর বৃদ্ধি বিষয়ে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের উদ্যোগে আয়োজিত ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরামের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যদের সঙ্গে ভার্চুয়াল এক মতবিনিময় সভায় এভাবে অভিমত দেন বক্তারা।

ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরামের সহ-সভাপতি শফিকুল আলমের সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য ও ওয়াশ সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদ, বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি কর্পোরেশন (বিসিআইসি) এর সাবেক চেয়ারম্যান ও ক্যাম্পেইন ফর টোবাকো ফ্রি কিডস বাংলাদেশের লিড পলিসি এডভাইজার মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান ও ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরামের সাধারণ সম্পাদক এসএম রাশেদুল ইসলাম।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের প্রকল্প সমন্বয়কারী মোঃ শরিফুল ইসলামের সঞ্চালনায় সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন উন্নয়ন সমন্বয়ের পরিচালক (গবেষণা) আবদুল্লাহ নাদভী।

মূল প্রবন্ধে বলা হয়, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০১৬ সালে যখন ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত দেশ গঠনের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছিলেন, তখন এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য 'বর্তমান শুল্ক কাঠামো সহজ' করা এবং এ অঞ্চলের সর্বোত্তম ব্যবস্থা থেকে শিক্ষা নিয়ে সরকারের শুল্ক আয় বৃদ্ধি করার নির্দেশনা দিয়েছিলেন।

এ প্রসঙ্গে ফিলিপাইনের উদাহরণ টেনে বলা হয়, ফিলিপাইনে 'সিন ট্যাক্স রিফর্ম অ্যাক্ট ২০১২'-এর মাধ্যমে তামাকে কার্যকর করারোপের সুফল পাওয়া গেছে। সেখানে এক্সাইজ ট্যাক্স চার গুণের বেশি বাড়ানোয় খুচরা মূল্য এক ধাক্কায় অনেকটা বেড়ে যায় এবং এর ফলে ধূমপায়ীর হার ৬ বছরে ২৮ শতাংশ থেকে ২৩ শতাংশের নিচে নেমে আসে। প্রাপ্ত রাজস্বও বৃদ্ধি পায়।

https://banglapratidin.net/2022/02/15/%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A4-%E0%A6%AA%E0%A6%A3%E0%A7%8D%E0%A6%AF-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A3%E0%A7%87/

চেতনায় বাংলাদেশ
৭১সংবাদ.কম
71sangbad.com

শিরোনাম:

তামাক কর বৃদ্ধি করলে ৯ হাজার ২ শত কোটি টাকা বাড়তি রাজস্ব আদায় হবে

প্রকাশ: মঙ্গলবার, ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২২, ১:৫০ পিএম

'বর্তমান তামাক কর কাঠামো অত্যন্ত জটিল যা তামাকের ব্যবহার নিরুৎসাহিতকরণের পথে একটি বড় বাধা। আর এজন্য এই কর কাঠামোকে সহজ করতে হবে। এটা করে যথাযথ পদ্ধতিতে তামাক-কর বৃদ্ধি করলে তামাকের ব্যবহার কমাতে তা কার্যকরী ভূমিকা রাখবে'- ১৫ ফেব্রুয়ারি তামাক কর বৃদ্ধি বিষয়ে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের উদ্যোগে আয়োজিত ইকোনমিক রিপোর্টাস ফোরামের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যদের সঙ্গে ভার্চুয়াল এক মতবিনিময় সভায় এভাবে অভিমত দেন বক্তারা।

ইকোনমিক রিপোর্টাস ফোরামের সহ-সভাপতি শফিকুল আলমের সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য ও ওয়াশ সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদ, বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি কর্পোরেশন (বিসিআইসি) এর সাবেক চেয়ারম্যান ও ক্যাম্পেইন ফর টোবাকো ফ্রি কিডস বাংলাদেশের লিড পলিসি এডভাইজার মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান ও ইকোনমিক রিপোর্টাস ফোরামের সাধারণ সম্পাদক এসএম রাশেদুল ইসলাম।ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের প্রকল্প সমন্বয়কারী মোঃ শরিফুল ইসলামের সঞ্চালনায় সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন উন্নয়ন সমন্বয়ের পরিচালক (গবেষণা) আবদুল্লাহ নাদভী।

https://www.71sangbad.com/details.php?id=119683

CNI 24.COM
আমরা সত্যের পথে অবিচল

তামাকজাত পণ্যে সুনির্দিষ্ট করারোপের প্রস্তাব

আপডেট টাইম : 15/02/2022 08:43 PM / 18 বার পঠিত

নিজস্ব প্রতিবেদক / CNI24.COM LTD

'বর্তমান তামাক কর কাঠামো অত্যন্ত জটিল যা তামাকের ব্যবহার নিরুৎসাহিতকরণের পথে একটি বড় বাধা। আর এজন্য এই কর কাঠামোকে সহজ করতে হবে। এটা করে যথাযথ পদ্ধতিতে তামাক-কর বৃদ্ধি করলে তামাকের ব্যবহার কমাতে তা কার্যকরী ভূমিকা রাখবে'।

মঙ্গলবার তামাক কর বৃদ্ধি বিষয়ে ঢাকা আহছানিয়া মিশনের উদ্যোগে আয়োজিত ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরামের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যদের সঙ্গে ভার্চুয়াল এক মতবিনিময় সভায় এভাবে অভিমত দেন বক্তারা।

ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরামের সহ-সভাপতি শফিকুল আলমের সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখেন ঢাকা আহছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য ও ওয়াশ সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদ, বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি কর্পোরেশনের (বিসিআইসি) সাবেক চেয়ারম্যান ও ক্যাম্পেইন ফর টোবাকো ফ্রি কিডস বাংলাদেশের লিড পলিসি এডভাইজার মো. মোস্তাফিজুর রহমান ও ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরামের সাধারণ সম্পাদক এসএম রাশিদুল ইসলাম।

ঢাকা আহছানিয়া মিশনের তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের প্রকল্প সমন্বয়কারী মো. শরিফুল ইসলামের সঞ্চালনায় সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন উন্নয়ন সমন্বয়ের পরিচালক (গবেষণা) আবদুল্লাহ নাদভী।

মূল প্রবন্ধে বলা হয়, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১৬ সালে যখন ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত দেশ গঠনের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছিলেন, তখন এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য 'বর্তমান শুল্ক কাঠামো সহজ' করা এবং এ অঞ্চলের সর্বোত্তম ব্যবস্থা থেকে শিক্ষা নিয়ে সরকারের শুল্ক আয় বৃদ্ধি করার নির্দেশনা দিয়েছিলেন।

এ প্রসঙ্গে ফিলিপাইনের উদাহরণ টেনে বলা হয়, ফিলিপাইনে 'সিন ট্যাক্স রিফর্ম অ্যাক্ট ২০১২'-এর মাধ্যমে তামাকে কার্যকর করারোপের সুফল পাওয়া গেছে। সেখানে এক্সাইজ ট্যাক্স চার গুণের বেশি বাড়ানোয় খুচরা মূল্য এক ধাক্কায় অনেকটা বেড়ে যায় এবং এর ফলে ধূমপায়ীর হার ৬ বছরে ২৮ শতাংশ থেকে ২৩ শতাংশের নিচে নেমে আসে। প্রাপ্ত রাজস্বও বৃদ্ধি পায়।

https://cni24.com/news-details/22374

দৈনিক এশিয়া বাণী
নির্যাতিত ও নিষ্পেষিত মানুষের পক্ষে
The Daily Asia Bani

অর্থ-বাণিজ্য

তামাকজাত পণ্যে সুনির্দিষ্ট করারোপের প্রস্তাব

অনলাইন ডেস্ক : 'বর্তমান তামাক কর কাঠামো অত্যন্ত জটিল যা তামাকের ব্যবহার নিরুৎসাহিতকরণের পথে একটি বড় বাধা। আর এজন্য এই কর কাঠামোকে সহজ করতে হবে। এটা করে যথাযথ পদ্ধতিতে তামাক-কর বৃদ্ধি করলে তামাকের ব্যবহার কমাতে তা কার্যকরী ভূমিকা রাখবে'।

মঙ্গলবার তামাক কর বৃদ্ধি বিষয়ে ঢাকা আহছানিয়া মিশনের উদ্যোগে আয়োজিত ইকোনমিক রিপোর্টাস ফোরামের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যদের সঙ্গে ভার্চুয়াল এক মতবিনিময় সভায় এভাবে অভিমত দেন বক্তারা।

ইকোনমিক রিপোর্টাস ফোরামের সহ-সভাপতি শফিকুল আলমের সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখেন ঢাকা আহছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য ও ওয়াশ সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদ, বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি কর্পোরেশনের (বিসিআইসি) সাবেক চেয়ারম্যান ও ক্যাম্পেইন ফর টোবাকো ফ্রি কিডস বাংলাদেশের লিড পলিসি এডভাইজার মো. মোস্তাফিজুর রহমান ও ইকোনমিক রিপোর্টাস ফোরামের সাধারণ সম্পাদক এসএম রাশিদুল ইসলাম।

ঢাকা আহছানিয়া মিশনের তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের প্রকল্প সমন্বয়কারী মো. শরিফুল ইসলামের সঞ্চালনায় সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন উন্নয়ন সমন্বয়ের পরিচালক (গবেষণা) আবদুল্লাহ নাদভী।

https://www.dailyasiabani.com/details.php?id=22255

দৈনিক দখিনের ক্রাইম
একটি অনুসন্ধানী মুখপত্র

তামাকজাত পণ্যের কর কাঠামো সহজ করার আহ্বান

অনলাইন ডেস্ক

আপডেট টাইম : ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২২, ১০:১৬:২৮ পিএম | অনলাইন সংস্করণ

DDC TV
YouTube 42

বর্তমান তামাক কর কাঠামো অত্যন্ত জটিল, যা তামাকের ব্যবহার নিরুৎসাহিতকরণের পথে একটি বড় বাধা। এজন্য এই কর কাঠামোকে সহজ করতে হবে। ফলে যথাযথ পদ্ধতিতে তামাক কর বৃদ্ধি করলে, তামাকের ব্যবহার কমাতে তা কার্যকরী ভূমিকা রাখবে।

মঙ্গলবার (১৫ ফেব্রুয়ারি) তামাক কর বৃদ্ধির বিষয়ে ঢাকা আহছানিয়া মিশনের উদ্যোগে আয়োজিত ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরামের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যদের সঙ্গে ভার্চুয়াল একটি মতবিনিময় সভায় এ মন্তব্য করা হয়।

অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধে বলা হয়েছে, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১৬ সালে যখন ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত দেশ গঠনের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছিলেন, তখন এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য 'বর্তমান শুল্ক কাঠামো সহজ' করা এবং এ অঞ্চলের সর্বোত্তম ব্যবস্থা থেকে শিক্ষা নিয়ে সরকারের শুল্ক আয় বৃদ্ধি করার নির্দেশনা দিয়েছিলেন।

এ বিষয়ে ফিলিপাইনের উদাহরণ টেনে বলা হয়, ফিলিপাইনে 'সিন ট্যাক্স রিফর্ম অ্যাক্ট ২০১২'-এর মাধ্যমে তামাকে কার্যকর কর আরোপের সুফল পাওয়া গেছে। সেখানে এক্সাইজ ট্যাক্স চার গুণের বেশি বাড়ানোর ফলে খুচরা মূল্য এক ধাক্কায় অনেকটা বেড়ে যায় এবং এর ফলে ধূমপায়ীর হার ৬ বছরে ২৮ শতাংশ থেকে ২৩ শতাংশের নিচে নেমে আসে। সেই সঙ্গে প্রাপ্ত রাজস্বও বৃদ্ধি পায়।

https://dokhinercrime.com/72888/